সংবাদ

তারিখ ... 12.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... ...

025

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৮৯

স্কুলে ভর্তি সমস্যা

ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তির বিষয়টি এক বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে ঢাকা শহরের অভিভাবকদের জন্য। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলগুলোতে বিশেষ করে সরকারী স্কুলগুলোতে ভিড় জমে ভর্তির জন্য। কিন্তু পর্যাপ্ত আসন না থাকায় অনেককে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। ভর্তির জন্য পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু ১৪টি আসনের জন্য যেখানে দু'শ' ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসে সেখানে মেধা বিচারের সুযোগইবা কতটা থাকে? ১৮৬ জনকে যে সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে, তাতো অবধারিত। এই ভর্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রপিছু পরীক্ষার ফি অথবা ফরমের মূল্য হিসাবে ১০।১৫ টাকা কিংবা ততোধিক টাকা আদায় করা হয়। এটা অর্থ উপার্জনের একটা উৎস কিনা শিক্ষা বিভাগকে ভেবে দেখা উচিত। এই ভর্তির সমস্যা মাধ্যমিক পর্যায়ে আরও প্রকট।

প্রাইমারী পরীক্ষায় পাস করেই ছাত্ররা আসছে মাধ্যমিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে। ভিড় সেখানটায় খুবই বেশী। আর অভিভাবকরা তো চায় তাদের ছেলে-মেয়ে ভাল স্কুলে লেখাপড়া করুক। সরকারী স্কুলগুলো তাদের পছন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে বেতন কম, লেখাপড়ার সুবিধে-সুযোগও বেশী। একটি সরকারী স্কুলের সব শিক্ষকই থাকেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত। লাইব্রেরী, লেবরেটরী সবই অপেক্ষাকৃত উন্নত। তাই সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য ভিড় হয় অনেক বেশী। সেখানে আসন সংখ্যা আরও সীমিত। ফলে সরকারী স্কুলে নির্দিষ্ট আসনের বেশী ছাত্র ভর্তি সম্ভব নয়। তখন ১৪টি আসন যদি থাকে, তবে ১৪টিই সই। এর একটিও বেশী আসন বাড়ানোর উপায় আর নেই। প্রতি বছরই ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে, আর ভর্তির সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ঢাকা এখন মহানগরীতে রূপ পেয়েছে। বেড়েছে এর আয়তন ও লোকসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশী। সরকারী এবং বেসরকারী স্কুলে সে তুলনায় শিক্ষা লাভের সুযোগ তেমন কিছু বাড়েনি।

পাশাপাশি বেসরকারী স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য যেখানে বেজায় ভিড়, সেক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুলে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। আবার সেসব স্কুলে যত্ন নেয়ায় যেসব ছাত্র-ছাত্রীর মান উন্নত হচ্ছে তারা সেখানে থাকছে না, চলে যাচ্ছে 'ভাল' স্কুলে। প্রশ্নটা এখানেই বড়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে 'ভাল-মন্দ'র এ পার্থক্য ঘুচবে কবে? সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যে অবস্থা বলতে গেলে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ পার্থক্য কমিয়ে আনার ব্যবস্থা না হলে এ সমস্যার সত্যিকার সমাধান মিলবে না।

ঢাকা শহরে শিক্ষা সমস্যার সমাধানের জন্য স্কুলের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। সেই সাথে বিশেষ করে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারী স্কুলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের। তবে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে না। এজন্য সমস্যার আসল প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

সরকারী স্কুলে ভর্তিতে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বেসরকারী স্কুলে যায়। কিন্তু এবার ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে হওয়ায় ভাল-মন্দ বাছাইয়ের সুযোগ নেই। বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়ার সাথে বর্তমানে যেগুলো রয়েছে সেগুলোর অবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিভাবকরা সঙ্গতকারণেই চায় তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা।

'ভাল-মন্দে'র কথা সে কারণেই আসছে। এ বিচারে অভিভাবকদের না গিয়ে তো উপায় নেই। শিক্ষার মান সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রয়োজন। সেদিক থেকে বেসরকারী স্কুলগুলোকে আর্থিক অনটনসহ যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে চলতে হচ্ছে তা কাটিয়ে এগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারকেই নিতে হবে আরো বেশী উদ্যোগ। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।